যায়যায়দিন

তারিখ 4 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন : সাংহংসতার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণ করতে পারছে না। তাই উপাচার্যের পদত্যাগেই সব সমস্যার সমাধান হবে, তা নয়।

তার এ বক্তব্যের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে শিক্ষাবিদরা বলছেন, ভিসির পদত্যাগ করা না করার সঙ্গে বুয়েটের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কোনো সম্পর্ক নেই। রাজনীতির ভয়াল ছোবল থেকে যতদিন শিক্ষাঙ্গন মুক্ত না হবে, ততদিন এ পরিস্থিতির কোনো উত্তরণ হবে না। এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা কমলেও অন্য শিক্ষাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে।

সন্ত্রাসী লালনের অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শরীফ এনামুল হকের পদত্যাগ চেয়ে ক্যাম্পাসে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়েপড়া এবং পরবর্তীতে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করার উদাহরণ টেনে শিক্ষাবিদরা বলেন, গত ২০ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনকেই জাবি উপাচার্য পদে নিয়োগের পরদিন থেকেই সেখানে নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে এবং পরবর্তীতে তা আরো উত্তাল রূপ ধারণ করেছে। প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের আগে মেয়াদোত্তীর্ণ ডিন, সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্য নির্বাচনের দাবিতে সম্মিলিত শিক্ষক পরিষদের শিক্ষকরা সর্বাত্মক অবরোধ ও অনশনসহ নানামুখী আন্দোলনে নামেন। ফলে এ বিদ্যাপীঠে দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস শিক্ষা ব্যাহতসহ সব ধরনের কার্যক্রমে অচলাবস্থা বিরাজ করে।

বুধবার মধ্যরাতে এক ছাত্রলীগ নেতার ওপর হামলার ঘটনায় জাবি ক্যাম্পাস ফের উত্তাল হয়ে ওঠে। পুলিশের রাবার বুলেটে ৫ শিক্ষার্থী আহত, ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ, ভাংচুর ও পুলিশেরসঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ডিন নির্বাচন স্থগিত করা হয়।

তবে এ নিয়েও আবার নতুন করে রাজনীতি শুরু হয়েছে। ডিন নির্বাচন স্থগিত করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাবেক উপাচার্য শরীফ এনামুল কবিরের বিরোধী পক্ষ হিসেবে পরিচিত সম্মিলিত শিক্ষক পরিষদের সদস্যরা। কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন পদপ্রার্থী অধ্যাপক কামরুল আহসান টুটো দাবি করেছেন, পরাজয় নিশ্চিত জেনেই প্রতিপক্ষ গ্রুপ পরিকল্পিতভাবে এ নির্বাচন স্থগিত করেছে।

এদিকে উচ্চ আদালতের নির্দেশে বুয়েটের চলমান আন্দোলন স্থগিত করা হলেও শিক্ষাঙ্গনের অচলাবস্থার নিরসন হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেও এ অবস্থার কোনো উত্তরণ ঘটাতে পারেনি। সাবেক উপাচার্যরা বর্তমান ভিসি, প্রো-ভিসিকে সরিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির নিরসনের পরামর্শ দিলেও সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের সেশন জটসহ নতুন সেশনে ভর্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে ভিসি অপসারণ আন্দোলনের জের ধরে বুধবার পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র, শিক্ষক ও পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় পুলিশের লাঠিচার্জে প্রক্টর ও শিক্ষকসহ ১৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে মামলা হলে পুলিশ ৫ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ৫ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। এ নিয়ে তিন মাসে দু'বার বন্ধ হলো এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি।

গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ, ভর্তি বাণিজ্য ও অবৈধভাবে নির্মাণ কাজ হাতিয়ে নেয়াসহ নানা ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে নির্দলীয় শিক্ষক, সচেতন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেই শিক্ষাঙ্গনে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমেদ যায়যায়দিনকে বলেন, দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয়করণের মাত্রা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আর এ কারণেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। অতিরিক্ত দলীয়করণ করতে গিয়ে দলীয় লোকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বসানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের হত্যা ও চাঁদাবাজি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্থির করে তুলছে।

এমাজউদ্দীন আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসি নির্বাচনী প্যানেল ছাড়াই তিন বছরের অধিক সময় পার করে দিলেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ছাত্রকে হত্যা করা হলো। কিন্তু চরম দলবাজির কারণে এসব হত্যার বিচার হলো না। একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। নবনিযুক্ত ব্যক্তি নতুনভাবে ভিসি নির্বাচন বাদ দিয়ে পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে গেছেন। ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে তিনি ইতোমধ্যেই নির্বাচন দেয়ার চিন্তা থেকে সরে এসেছেন।

বুয়েটের প্রসঙ্গ টেনে এমাজউদ্দীন আহমেদ বলেন, বুয়েটে দলীয় লোকদের মধ্যেও অনেক যোগ্য লোক ছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দলবাজির কারণে তাদের ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়নি। যার ফলেই আজকের আন্দোলন।

পদ্মা সেতুর চাঁদা নিয়ে ভিসির দলবাজির কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিহত হয়েছে মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়াও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, এমসি কলেজসহ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একইভাবে রাজনৈতিক কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসি ও প্রো-ভিসির কারণে অস্থিরতা বিরাজ করছে। দলবাজি নয়, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দিলেই অস্থিরতা ঠেকানো সম্ভব বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানায়, মহাজোট সরকারের সাড়ে তিন বছরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৩ জন শিক্ষার্থী খুন হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দু'জনা ব্যক্তিগত বিরোধের জের ধরে নিহত হন। বাকি ২১ জন বলি হয়েছেন নোংরা রাজনীতির কারণে।

এর মধ্যে সর্বশেষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় গুলিবিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মী সোহেল রানা মারা গেছেন। এর আগে ২০০৯ সালের ১৩ মার্চ ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হন ছাত্র শিবিরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান সোমানী। পরের বছর ২০১০ সালে ছাত্রলীগের দুই কর্মী খুন হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ওঠা নিয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষে ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হোসেন নির্মমভাবে খুন হন। ওই রাতে শিবির কর্মীরা ৩ জন ছাত্রলীগ কর্মীর হাত-পায়ের রগ কেটে দেন। যারা বর্তমানে পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছেন। একই বছরের ১৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষ চলাকালে নাসরুল্লাহকে মারধর ও ছুরিকাঘাত করে হলের দোতলা থেকে নিচে

বর্ষের মুজাহিদ ও ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের মাসুদ বিন হাবিব।

এর আগে ২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে চট্টগ্রামে ট্রেনে চবি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মহিউদ্দিনকে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। মহিউদ্দিনকে হত্যার পর শিবির তাকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করে এবং এ হত্যার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে। এর প্রায় দেড় মাস পর চবিতে ঘটে আরেক হত্যাকাণ্ড। ২০১০ সালের ২৮ মার্চ রাতে শাটল ট্রেনে করে শহর থেকে ক্যাম্পাসে ফেরার পথে চবি মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র হারুন অর রশীদ কায়সারকে জবাই করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় নগরীর চৌধুরীহাট এলাকায়। একই বছর ১৫ এপ্রিল চবি ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে অ্যাকাউন্টিং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ তাদেরই দলীয় কর্মী ও ইংরেজি বিভাগের ছাত্র জুবায়ের আহমেদকে হত্যা করেছে। ৮ জানুয়ারি দুপুরে জুবায়ের পরীক্ষা শেষে হলে ফেরার সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে তাকে ধরে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। ৯ জানুয়ারি ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

২০০৯ সালের ৩১ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় ওই কলেজের ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ ওরফে রাজীব। ২০১০ সালের ১২ জুলাই সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রলীগের একপক্ষের হামলায় অপরপক্ষের কর্মী উদয়সীন পলাশ খুন হন। ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর ছাত্রলীগের নির্মম নির্যাতনে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রদল নেতা বিডিএস চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আবিদুর রহমান নিহত হয়। ২০১০ সালের ৭ জানুয়ারি রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ছাত্রমৈত্রীর সহ-সভাপতি রেজানুল ইসলাম চৌধুরীকে খুন করে ছাত্রলীগ। চলতি ২০১২ সালের ২১ জানুয়ারি পাবনা টেক্সটাইল কলেজের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী মোস্তফা কামাল শান্তকে ছুরি মেরে হত্যা করে যুবলীগ কর্মীরা।

এছাড়াও রাজনৈতিক সংঘর্ষে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত সাড়ে তিন বছরে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী জখম হয়েছেন। এদের মধ্যে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে অন্তত ৫৪ জন। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে ২৩ জনের।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, রাজনৈতিক সরকারের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের হাতে চলে যায়। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নিয়ন্ত্রণ করেন আমলারা। নব্বইয়ের পর থেকে এ দুটি ধারা চলে আসছে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হলে জনপ্রতিনিধি, আমলা ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে হবে। কিন্তু নব্বইপরবর্তী সময় দেশের মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯৮ শতাংশ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের পছন্দে। দেশের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও নানাভাবে রাজনীতির বৃত্তে বন্দি।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের কর্তাব্যক্তিরা শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষকের চাকরিচ্যুতি, নির্মাণকাজ, ছাত্র ভর্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ব্যবসাসহ নানা কাজে সম্পৃক্ত। এসব কাজের সঙ্গে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে তৈরি হয়ে আছে দলাদলি, প্রভাব খাটানোর বিষয় ও মামলা-মোকদ্দমা। এ নিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষেরও অসংখ্য নজির রয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির নোংরা

ইসলাম বলেন, যাঁরা হত্যা, লুটপাটসহ বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত, তাদের কেউ সংসদ সদস্য হয়ে পদাধিকারবলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিতে চাইলে ভালো কিছু আশা করা যায় না। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক বছরের বেশি কেউ যাতে সভাপতি বা সদস্য থাকতে না পারেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবছর ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে স্বাভাবিকভাবে কমিটি ভেঙে যাবে। যার সন্তান পড়ে না, তিনি যেন কোনোভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটিতে ঢুকতে না পারেন।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজনৈতিক প্রভাবে রাজধানীর নামকরা স্কুলগুলোর শীর্ষ পদেও টানা হেঁচড়া চলছে। সাফল্যের শীর্ষে থাকা ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা আলী থেকে শুরু করে প্রায় সবাই রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। তিন থেকে সাড়ে তিন দশক শিক্ষকতার পর একেকজন কিছুদিনের জন্য অধ্যক্ষ হয়ে বিদায় হয়েছেন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। সর্বশেষ জ্যেষ্ঠ শিক্ষিকা আম্বিয়া খাতুনকে একদিনের জন্য অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক অভিযোগ তুলে ২৪ ঘণ্টার মাথায় তাকে সরে যেতে হয়েছে।

শিক্ষক নেতারা বলছেন, নব্বইয়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার শুরু থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধীরে ধীরে রাজনীতি ঢুকে পড়ে। তার আগে জাতীয় পার্টির নেতাদের প্রভাব একটু বেশি ছিল; পাশাপাশি অন্য মতাদর্শের ব্যক্তিরাও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৯১-৯৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির শাসনামলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ঢুকলেও পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। একজন সাংসদ দুটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা চেয়ারম্যান হতে পারতেন। কিন্তু '৯৬ সালের পর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কয়েকজন বিতর্কিত রাজনীতিবিদ ও সাংসদ চর দখলের মতো স্কুল-কলেজ দখল শুরু করেন।

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মেয়াদে এই দখল-সংস্কৃতি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা-৪ আসনের সাংসদ সালাহ উদ্দিন আহমেদ একাই ১৬টি এবং ঢাকা-৮ আসনের সাংসদ নাসির উদ্দীন আহমেদ পিন্টু ১৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা সভাপতি হলে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

২০০৬ সালের ১২ নভেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটি থেকে মনোনীত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাদ দেয়া হয়। মনোনয়ন দেয়া হয় সরকারি কর্মকর্তা এবং নির্দলীয় ব্যক্তিদের। এরপর দুই বছর আমলারা দায়িত্বে ছিলেন। তাদের পাশাপাশি বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের মনোনয়নের সুযোগ থাকলেও তা মানা হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ দিকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল। এর আলোকে ২০০৯ সালের ১৪ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিপত্র জারি করে। এতে বলা হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে যেসব শিক্ষার্থী প্রথম হবে, তাদের অভিভাবকরা অভিভাবক প্রতিনিধি হবেন। তিনজন অভিভাবক প্রতিনিধির মধ্য থেকে স্থানীয় প্রশাসন সভাপতি নির্বাচন করবে। কিন্তু বর্তমান সরকার অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদে পাস করেনি। ২০০৯

অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে স্কুল-কলেজে দল-মতনির্বিশেষে সবার এত বেশি ভবিষ্যৎ। তাই তারা ওরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ। তাই তারা পারবেন। সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির দুষ্ট দেশে বসার সহজ পথ বেরিয়ে আসে। সরকারি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে ওঠে রাজনীতির আরেক ঘাঁটি।

সালের ৮ জুন সরকার নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে বলা হয়, একজন সাংসদ চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন, আর দুটি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে মত দিতে পারবেন। সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির দুষ্ট দেশে বসার সহজ পথ বেরিয়ে আসে। সরকারি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে ওঠে রাজনীতির আরেক ঘাঁটি।

ফেলে দেয়া হয়। নয় দিন পর ২৩ আগস্ট নাসরুল্লাহ মারা যান। একই বছরের ২ ফেব্রুয়ারি রাজনীতির বলি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবু বকর।

চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষে দুই ছাত্র নিহত এবং প্রক্টরসহ অন্তত ২০ জন আহত হন। নিহত ছাত্ররা হলেন প্রাণবিদ্যা বিভাগের পুরাতন প্রথম

গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানায়, শুধু বুয়েট বা জাহাঙ্গীরনগরই নয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নগ্ন রাজনীতির ভয়াল থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা ঘাঁটি